তারিখ 2-4 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪

ভোরের কাগজ

শিক্ষার ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার কঠোরভাবে দমন করুন

পরীক্ষায় পাসের হার শূন্যতা এবং বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সারাদেশের বেসরকারি ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী গত ২০ অক্টোবর ঢাকার একটি সেমিনারে বক্তব্যে বলেছেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আপনি পারবেন কি কোনো অপশক্তির কাছে মাথা নত না করে এই দুঃসাহসিক কাজটি করে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করতে? যেমনটি জাতিকে লোকসানের কালো হাত থেকে উদ্ধার করে আদমজী পাটকল বন্ধ করে, ঢাকার পরিবহন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, দেশের পলিথিন পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তিনটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়কে কঠোর হতে হয়েছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপে ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ক্ষমতার পালাবদলে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপিরা নিজ পিতা ও দাদার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা করছে। এ রকম দৃষ্টান্ত শতশত আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে দুর্নীতি মহোৎসব। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে ব্যবসা। লাখ টাকার ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। এতে করে মেধা ও ভালো শিক্ষক এগিয়ে আসছেন না। ফলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশে এমনো অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, স্টাফ প্যাটার্ন বহির্ভূত অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে, বছরের পর বছর সরকারি অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করছে। কম্পিউটার নেই, বিদ্যুৎ নেই কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শাখা খোলার অনুমতি নেই, শাখা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ম্যাটার্নিটি ছুটি মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও ভোগ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নির্ধারণ করে না দেওয়ার কারণে সুবিধাভোগীরা আইনের ফাঁকে এই সুযোগটি নিচ্ছেন।

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এ প্রবণতা চালু রয়েছে। ছাত্রছাত্রী নেই, নেই বাথরুম, নেই খাবার পানি ও খেলার মাঠ; পাটখড়ি দিয়ে কোনো মতে জরাজীর্ণ একটি স্কুল ও কলেজ দাঁড় করিয়ে এমপিওভুক্ত করে সরকারি টাকা উত্তোলন করছে।

দেশের ডিগ্রি কলেজগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। বিরাট একাডেমি ভবন, ছাত্রছাত্রী নেই। পাশের আলো দেখেনি, ৪০/৪৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকার মোটা অঙ্কের বেতন দিতে হচ্ছে। দেশের প্রায় মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য; ২৪/১০/৯৫-এর জনবল কাঠামো লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইসলাম পরিপন্থী যতো দুনম্বর কাজ তাদের মধ্যে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মাস গুণতে থাকে কখন সরকারি টাকা আসবে।

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার মতো কেউ না থাকার কারণে শিক্ষকরা খেয়াল-খুশিমতো আসা-যাওয়া করে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। জেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রশাসনিক কিছু ক্ষমতা ছাড়া তেমন কোনো ক্ষমতা নেই।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষার অপচয় নীতি গ্রহণ করে মানবকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ২০ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। তাহলে রাজনৈতিক সামাজিক চাপ থাকবে না। বেসরকারি দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝাঁড়ফুক দিয়ে শেষ করে তারপর শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করুন এবং শিক্ষকদের সকল দাবি-দাওয়া পূরণ করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করুন।

বদিউল আমিন দুলাল
সভাপতি, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মানবাধিকার বার্তাবায়ন সংস্থা, কুমিল্লা জেলা শাখা।